অধ্যায় ৯ : আধুনিক বাংলা উপন্যাস পাঠ –৩

বিন্যাসক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৯.২ পরিচিতি
৯.৩ লেখক পরিচিতি
৯.৪ কাহিনি বিশ্লেষণ
৯.৫ তিতাস একটি নদীর নাম : আঞ্চলিকতা
৯.৬ চরিত্র বিশ্লেষণ
৯.৬.১ বাসন্তী
৯.৬.২ অনন্তর মা
৯.৬.৩ কিশোর
৯.৬.৪ উদয়তারা
৯.৬.৫ অনন্ত
৯.৬.৬ রামপ্রসাদ
৯.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৯.৯ অতিরিক্ত পঠন
৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় অধ্যয়ন করে আপনি—

- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনিভাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রকে গভীর ভাবে অনুধাবন করতে এবং বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

৯.২ পরিচিতি

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে মান্য। উপন্যাসটি গঠন কৌশল অভিনব, প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। এই অধ্যায়ে উপন্যাসটির মূল আলোচনার সূত্রে উপন্যাসটির গঠনকৌশলের অভিনবত্ব নিয়েও আলোচনা করা হবে।

- ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে অসংখ্য ছোট-বড় চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে উপন্যাসটির প্রধান ছয়’টি চরিত্র আলোচনা করা হবে।
- এই অধ্যায় পাঠ করে আপনারা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের আঞ্চলিকতা বিষয়ে অবগত হবেন।

৯.৩ লেখক-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মন কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত তিতাস নদী তীরবর্তী গোকর্ণঘাট গ্রামে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ ১ জানুয়ারি মালো সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণদের ঘাট গোকর্ণ গ্রামের পাড়াটিকে মালো পাড়া বলা হলেও সাধারণত ‘গাবর পাড়া’ বলেই পরিচিত ছিল। ‘গাবর’ শব্দটি ‘গাবুর’ (মছুর) থেকে এসেছে। অদ্বৈতর পিতার নাম অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ, মায়ের নাম জানা যায় না। ছোট্ট একটি বসত ভিটে ছাড়া অধরচন্দ্রের জায়গা-জমি কিছুই ছিল না। অধরচন্দ্রের তিন পুত্র আর কন্যার মধ্যে অদ্বৈত ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। অল্প বয়সে মা-বাবা, ভাই-বোনকে হারিয়ে অদ্বৈত সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এম.ই স্কুল থেকে পাশ করে অদ্বৈত ভর্তি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এডওয়ার্ড ইন্সটিটিশনে। এরপর অদ্বৈত অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩৩ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর আই.এ পড়ার জন্য তিনি কুমিল্লা শহরের ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন না। ১৯৩৪ সালের জুন মাসের পর কোনও এক সময় অদ্বৈত কলকাতায় চলে আসেন এবং ‘ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা’-র মুখপত্র মাসিক ‘ত্রিপুরা’ পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। বছরখানেক পর জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘নবশক্তি’-তে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কথাকার প্রেমেন্দ মিত্র। পত্রিকার পাতা ভরানোর জন্য নামে-বেনামে প্রচুর লিখেছেন অদ্বৈত। ‘নবশক্তি’-র পর কয়েকবছর তিনি ‘মোহাম্মদী’, ‘নবযুগ’, ‘আজাদ’ প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করে ১৯৪৫ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় যোগ দেন। আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত অদ্বৈত অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে পার্ট টাইম কাজ জুটিয়ে নেন। তবু অর্ধাহারে অনাহারেই দিন কাটত তার। আয়ের একটা বাড় অংশ দেশ ভাগের ফলে উদবাস্তু হয়ে আসা আত্মীয়-স্বজনের পেছনে খরচ হত। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম। ১৯৪৮ সালে দূরারোগ্য যক্ষার আক্রান্ত হন তিনি। প্রায় বিনা চিকিৎসায় নারকেলডাঙার মেসবাড়িতে ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছাড়াও আরও ছয়’টি উপন্যাস লিখেছিলেন, ‘রাঙামাটি’ ও ‘সাদা হাওয়া’। অদ্বৈতের গল্পবিশ্ব আট বা নয় টি গল্পেই সীমাবদ্ধ। ‘ভারতের চিঠি জাল বাককে’ এবং জীবনভিত্তিক উপন্যাস ‘জীবনতৃষ্ণা’ তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি গদ্যরচনা এছাড়াও তিনি বেশ কিছু কপি এবং ছব্বিশটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা।

৯.৪ কাহিনি-বিশ্লেষণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালের শ্রাবণ থেকে মাঘ মাস অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের জুলাই-আগষ্ট থেকে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, পরে ১৯৫৬ সালে পুঁথিঘর থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' জেলে জীবনের মহাকাব্য। অদ্বৈত নিজে ছিলেন মালো সম্প্রদায়ের লোক। উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রত্যেক খণ্ডে রয়েছে দু'টি করে পর্ব। প্রথম খণ্ডের দু'টি পর্ব হল—'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খণ্ড', দ্বিতীয় খণ্ডের দু'টি পর্ব—'নয়াবসত' ও 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ', তৃতীয় খণ্ডের পর্ব দু'টি হল—'রামধেনু' ও 'রাঙা নাও' এবং চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে 'দু রাঙা প্রজাপতি' ও 'ভাসমান' নামে দু'টি পর্ব। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তিতাস নদীর সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং নদী তীরের মানুষ-জনদের সঙ্গে তিতাসে অটুট সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। নদীতে জাল ফেলা, মাছ ধরা, নৌকা ভাসানোর বর্ণনা রয়েছে এখানে। দ্বিতীয় পর্বে লোকপার্বনের ছবি, সাত বছরের মেয়ে বাসন্তীর মাঘমন্ডল ব্রত উদযাপন, কিশোর ও সুবলের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, মৎসজীবীদের নৌকাযাত্রার ছবি গুরুত্ব পেয়েছে। এই পর্বেই কিশোরের প্রিয় নারীকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ এবং ফেরার পথে ডাকাতের সেই নারীকে লুন্ঠনের প্রতিক্রিয়ায় কিশোরের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাকাল তার চার বছর পরের। কিশোরের স্ত্রী (অনন্তের মা) পুত্র অনন্তকে নিয়ে গোকর্ণ ঘাটে গড়েছে নয়াবসত। অনন্তর মা উন্মাদ স্বামীকে চিনতে পারে এবং তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু গ্রামবাসীর প্রহারে কিশোরের মৃত্যু হয়। অনন্তের মাও কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলে অনন্ত অনাথ হয়ে যায়। তবুও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মধ্য দিয়ে মালো-সমাজে জীবন প্রবাহ চলতেই থাকে। তৃতীয় খণ্ডে অনন্তের নায়কত্বের প্রতিষ্ঠার কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে। বাসন্তী, উদয়তারা, অনন্তবালা, বনমালী, কাদির মিয়া, ছাদির, রমু প্রভৃতি বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে অনন্ত। এই পর্বে বাসন্তীর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে উদয়তারার বৃত্তে প্রবেশ করেছে অনন্ত। চতুর্থ খণ্ডে অনন্তের সুশিক্ষিত হয়ে ওঠার কাহিনি, নাগরিক সংস্কৃতির আগ্রাসন, তিতাসের বুকে চর ভেসে উঠলে মালো সমাজের বিপর্যয়ের বৃতান্ত ফুটে উঠেছে। লেখাপড়া করে শিক্ষিত বাবু হয়ে অনন্ত মালো সমাজকে সাহায্য করতে আসে, কিন্তু মালো গোষ্ঠীর ধ্বংস সে রোধ করতে পারে না।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালোদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের নিঁখুত ছবি ফুটে উঠেছে। মালোদের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তিতাস নদী। লেখকের ভাষায়, মালোদের ঘরের আঙিনা থেকে শুরু হইয়াছে যত পথ সে-সবই গিয়া মিশিতেছে তিতাসের জলে।

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উপন্যাসটি সার্থক নদীর পাঁচালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমরা মনে করি আসলে উপন্যাসটি নদীতীরের পাঁচালী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের ছোট বড় চরিত্রগুলি জনমানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ব্যক্তি চরিত্রের বিকাশ তেমনভাবে চোখে পড়ে না। আমাদের মনে রাখতে হবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস। তিতাস

পারের মালো সমাজের জীবনযাপনের সামূহিক পরিচয় বিবৃত হয়েছে উপন্যাসে। মালোদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বাঁচা-মরা সব তিতাস কেন্দ্রিক। তিতাসই সব মালোদের জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি। কীভাবে অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় বংশ পরম্পরায় স্বাধীন জীবিকাধারী একটি জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে লেখক নিঁখুত বাস্তবতায় তা উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এসব অদ্বৈত নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছেন।

তিতাস পারের জলজীবীর বর্ণনার পাশাপাশি উপন্যাসে কৃষিজীবী মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে। মাছবাজারের মতো কৃষকরাও হতদরিদ্র, শোষিত। বামুন-কায়স্থরা মালোদের যেরূপ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, মুসলমানদেরও তা-ই। প্রভুত্বকামী শক্তির কদর্য চেহারাকে লেখক নগ্ন করে উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

নদীকে কেন্দ্র করে শুধু জীবন আবর্তিত হয় না। অর্থনীতি ও সমাজের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক রয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির উত্থান-পতন নদীর সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তি হিসেবে নয়, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়েই অর্থনৈতিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। অদ্বৈত সগর্বে নিজেকে 'জাওলার পোলা' বলতেন। বলাবাহুল্য, জাওলার পোলা হওয়ার জন্যই মালোগোষ্ঠীর এমন নিঁখুত বিবিরণ তিনি দিতে পেরেছেন। তিতাস পারের মালোগোষ্ঠীর এমন বিপর্যয়ের কারণ শুধুই অর্থনৈতিক নয়, শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসনও যে একটা বড় কারণ, অদ্বৈতর মতো মালো-সন্তানের পক্ষেই তা জানা ও বোঝা সম্ভব ছিল। বললে অত্যুক্তি হয় না যে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' মালোজীবনের দলিল এবং অদ্বৈত সেই জীবনের বিশ্বস্ত ক্রনিকলার।

৯.৫ তিতাস একটি নদীর নাম : আঞ্চলিকতা

ইংরেজিতে যাকে Regional Novel বলে, বাংলায় তাকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলে থাকি। এই ধরণের উপন্যাস Region বা ভৌগলিক পটভূমি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সাধারণ গ্রামীন পটভূমি'ই আঞ্চলিক উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে। তবে গ্রামীন পটভূমিতে রচিত উপন্যাস মাত্রই আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেই অঞ্চলের মানুষজনের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঞ্চলটি যদি অচ্ছেদ্য বন্দনে বাঁধা পড়ে, তখন সেই উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ওই বিশেষ অঞ্চলের প্রভাব কাহিনি ও চরিত্রের ওপর এমনভাবে পড়বে যে এদের কোনওভাবেই আলাদা করে দেখা সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি 'বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা' অভিধানযোগ্য,---

"কবি বা ঔপন্যাসিকের রচনায় যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, সমাজ-প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক পটভূমিকা অখণ্ড নিবিড়তায় ও সর্বব্যাপী তাৎপর্যে রূপ পায়, তখনই আমরা সেই সাহিত্যকে আঞ্চলিক আখ্যায় অভিহিত করি। ... অঞ্চলের ছাপ থাকিলেই যে সাহিত্য আঞ্চলিক পদবাচ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। যেখানে মানবমনের মূল সুরটিই এই বহিরাবেষ্টনের প্রভাবে অনন্য রাগিনীতে ঝঙ্কৃত হইবে, কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক শব্দটি দেওয়া চলিবে।"

আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এভাবে সূত্রাকারে দেখানো যেতে পারে—

- আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিবিড় পটভূমি থাকবে।
- উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রের ওপর সেই বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব থাকবে।
- ব্যক্তিজীবনের কাহিনি নয়, উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবনের আখ্যান প্রাধান্য পাবে।
- বিশেষ অঞ্চল কেন্দ্রভূমিতে থাকলেও উপন্যাসটির রসাবেদন হবে সর্বজনীন।
- উপন্যাসকারের গভীর জীবনবোধের প্রকাশ ঘটবে।

কুমিল্লা অঞ্চলের অখ্যাত মাঝারি নদী তিতাস তীরের মালো-সমাজের মহাকাব্য 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তিতাসের 'কূলজোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস' জড়িয়ে রেখেছে মালোগোষ্ঠীকে। তিতাস ছাড়া বিজয় বা মেঘনা নদীর প্রসঙ্গ উপন্যাসে এলেও উপন্যাসের কাহিনি কখনও তিতাসকে বা তিতাসপারকে ছাড়িয়ে যায় না এবং ওই ছোট্ট নদীর প্রসঙ্গ শুধু প্রতিতুলনা হিসেবেই এসেছে। নদীর উৎস ও মোহনার মাঝখানে—সাদকপুর থেকে নবীনগর পর্যন্ত নদী অববাহিকার মানুষের কথা রয়েছে উপন্যাসে। তিতাসের প্রবাহের ধারায় কতশত মানুষজন তাদের 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা' নিয়ে উপন্যাসে এসেছে এবং চলে গেছে। একের সঙ্গে অন্যের ঠোকাঠুকিও হচ্ছে না। কিন্তু অদৃশ এক সুতো যেন সকল চরিত্রকে, ঘটনাকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সেই সুতো নিশ্চিতভাবে তিতাস নদী।

'তিতাস একটি নদীর নাম' গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস। মৎসজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের সামূহিক পরিচয় নিঁখুতভাবে ফুটে উঠেছে উপন্যাসের। গোষ্ঠীজীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার বলা চলে। যে বর্ণনাময় সুপ্রাচীন ঐতিহ্য প্রান্তিকায়িত মালো-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল, চাকচিক্যময় শহুরে সংস্কৃতির আক্রমণে তা বিপর্যস্ত হলে মালোগোষ্ঠীর বিপর্যয়কে আর রোধ করা সম্ভব হয় না। আর মালোসমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আর সাংস্কৃতির ভাঙনের বর্ণনায় অদ্বৈতর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাস-কাহিনি নির্দিষ্ট ভূগোল ও গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা এমনভাবে আবদ্ধ যে একটা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও কাহিনিতে স্থান পায়নি। সব মিলিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস তো হয়েইছে, আঞ্চলিকতার গণ্ডি ডিঙিয়ে একটি মহৎ রচনা হয়ে উঠেছে।

আসুন জেনে নিই

'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের খসড়াকে অদ্বৈত পরে পরিমার্জিত করেন। পত্রিকায় উপন্যাসটির মাত্র তিনটি ভাগ ছিল—'দুই নদী', 'রামধনু' ও 'মহাযুদ্ধের সূচনা'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটি চারটি খণ্ড ও আটটি পর্বে বিভক্ত হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'তিতাস একটি নদীর নাম' সার্থক গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস হতে পেরেছে কি ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৬ তিতাস একটি নদীর নাম : চরিত্র বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে আমরা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং উপন্যাস কাহিনিতেই চরিত্রগুলির গুরুত্ব বিচার করব।

৯.৬.১ বাসন্তী

বাসন্তী 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। বাসন্তী ছাড়া অন্য কোনও চরিত্রই উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ অবধি থাকেনি। বাসন্তী এই উপন্যাসের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র। উপন্যাসে তাকে প্রথম যখন দেখা যায় তখন সে নিতান্তই এক বালিকা। তারপর সে হয়েছে সুবলার বউ আর তারপর অনন্তের মাসি। সেই বালিকা বয়সেই তার কিশোরকে মনে ধরেছিল। তাই মাঘমন্ডলের ব্রতে কলাগাছ ও রঙিন কাপড় দিয়ে বানানো চৌয়ারি কিশোর ধরুক, মনে মনে চেয়েছিল বাসন্তী, কিন্তু কিশোর বন্ধু সুবলের জন্যও চৌয়ারি ছেড়ে দেয়। বালিকাবেলার এই ঘটনাটি বাসন্তীর জীবনে ভীষণ তাৎপর্যবহ হয়েছে। কিশোর বাসন্তীর প্রেমের প্রত্যাখ্যান করে উজানিনগরে গিয়ে এক রূপসী কন্যাকে বিয়ে করে। স্ত্রীকে নিয়ে ফেরার পথে ডাকাত স্ত্রীকে আহরণ করলে কিশোর শোকে পাগল হয়ে যায়। অন্যদিকে বাসন্তীর সাথে সুবলের বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই বিধবা হয়ে যায় বাসন্তী। কিশোরের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী ফিরে আসে স্বামীর গ্রামে এবং অনন্তর মা নামে পরিচিতি হয়। দারিদ্রজর্জর সংসারে পিতা-মাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে বাসন্তী। বিরুদ্ধ পরিস্থিতি তাকে একসময় সবল ও ব্যক্তিত্বময়ী এক নারীতে রূপান্তরিত করে।

অনন্তের মা'র সঙ্গে নিবিড় সখ্য গড়ে তোলে বাসন্তী। এর পেছনে কিশোরের প্রতি অবদমিত আকাঙ্খা ছিল নিশ্চয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, বাসন্তীই গোকর্ণঘাটের মালো-সমাজের সঙ্গে অনন্তের মাকে মিলিয়েছে, তাকে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে। অনন্তের মা'র মৃত্যু হলে বাসন্তী অনন্তের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। অনন্তের উপর একমাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজের মা এবং উদয়তারার সঙ্গে কুৎসিত কলহে লিপ্ত হয়েছে।

বাসন্তী বিদ্রোহিণী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় নীতি-নিয়মের, আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে সে। অশ্লীল শহুরে সংস্কৃতি মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে বাসন্তী যে ভূমিকা নিয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তেলিপাড়া একটা লোক মালো-মেয়েদের সর্বনাশ করার মতলব করে বাসন্তী মালো-ছেলেদের দিয়ে খুন করতেও দ্বিধা করেনি। অদম্য প্রাণ শক্তি বাসন্তী চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তিতাস শুকিয়ে গেলে একে একে মালোরা যখন

মরতে বসেছে বাসন্তী মরণাপন্ন মালোদের মুখে জল দেবার জন্য ঘটিতে ঘটিতে জল ভরে রেখেছে। একটা সময় চটুল 'বাইন্যারা' সংস্কৃতির চাপে মালোদের সংস্কৃতি যখন বিপদাপন্ন, বাসন্তী সহযোগী মোহনকে নিয়ে অদ্ভুত এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানোর প্রয়াস করে। অসম্ভব জেদে বাসন্তী বলেছে,—

"বেনামে বেঘোরে আমরা গা ভাসাইব না। যে ক'ঘর থাকিবে, তাই নিয়া আমরা শেষপর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইব। মালোপাড়াতে যারা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, এক গুয়া কাটিয়া যারা দুইভাগ করিয়াছে, আমরা কিছুতেই তাদের নিকট নতি স্বীকার করিব না।

স্বগোষ্ঠীর সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এক নিরক্ষর গ্রাম্য নারীর এমন সংগ্রামের কাহিনি যথার্থই দুর্লভ।

উপন্যাসের শেষের দিকে তার আর্থিক সংকট বাসন্তীকে প্রায় ভিখিরিতে পরিণত করেছে। এবং অর্ধাহারে অনাহারে কিছুদিন কাটিয়ে বাসন্তীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু পাঠক মনকে ব্যথিত করে। অনন্তর বিয়েতে জামইয়ের মা হওয়ার গৌরব তার ভাগ্যে জোটে না। ব্যক্তি সত্তা ও সামাজিক সত্তার নিবিড় মিশ্রণে বাসন্তী চরিত্রটি জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

৯.৬.২ অনন্তের মা

অনন্তর মা তিতাস পাড়ের কন্যা নয়, মেঘনা পাড়ের মেয়ে। বাড়ি তার শুকদেবপুর। উজানিনগরের মেলায় দোলমণ্ডপে নবীন আগন্তুক কিশোরকে আবির মাখাতে গিয়ে বালিকা হৃদয়ে যে প্রেমের আবির্ভাব হয় সেই প্রেমকে সে আমৃত্যু আগলে রাখে। বস্তুত এই প্রেমই তার জীবনের চালিকা শক্তি। উজানিনগরের মোড়ল বাঁশিরামের বাড়িতে আকস্মিকভাবে কিশোরের সঙ্গে মালাবদল করে তার বিয়ে হয়ে যায়। বউ নিয়ে গোকর্ণঘাটে ফেরার পথে ডাকাতেরা বউকে তুলে নিয়ে গেলে কিশোর উন্মাদ হয়ে যায়। বউটি কিন্তু মরেনি। একসময় শিশু নিয়ে কিশোরের খোঁজে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে এসে উপস্থিত হয়। এখানে তার জীবনের আরেক সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। পাগল কিশোরকে সে প্রথমেই চিনতে পারে। ভালোবাসার মানুষটিকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। যে বাসন্তী ছোটোবেলায় কিশোরকে পেতে চায়, সেই বাসন্তীই হয়ে উঠে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, তার আশা-ভরসার স্থল। কিশোরকে নিয়ে তার আকুলতা-আর্তির কথা মানুষটিকেও জানাতে পারেনি অনন্তর মা। অনন্তর মা বাসন্তীর মতো বিদ্রোহিণী নয়। সমাজের সকলের কথাও সে তেমনভাবে মানে না, সে শুধু তার ভালোবাসাকে ফিরে পেতে চায়। দোলপূর্ণিমার দিন মুঠো মুঠো আবির দিয়ে রাঙিয়েছে অনন্তের মা। এইরকমই এক হোলির দিন পাগল কিশোরের সঙ্গে মন বিনিময় হয়। আবির মাখানোর ফলেই হয়তো পাগল কিশোরের পূর্ব স্মৃতি কিছুটা ফিরে আসে। অনন্তর মা'কে কোলে তুলে নিয়ে আস্ফালন শুরু করে কিশোর। গ্রামের মানুষ ভুল বুঝে কিশোরকে প্রহার করে আর তাতেই কিশোরের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর অনন্তের মা'ও মারা যায়।

আমরা লক্ষ্য করি জননী সত্তা নয়, প্রেয়সী সত্তাই অনন্তর মা চরিত্রের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। লজ্জাশীলা প্রেমিকা রূপেই উপন্যাসে তার আগমন, আর প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতির মধ্যেই তার বিদায়। শান্ত, সরল স্বভাব সকলের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার ক্ষমতা, একনিষ্ঠ প্রেম অনন্তের মাকে ঔজ্বল্য

দিয়েছে। আবার আজীবন নিঃসঙ্গতা, সর্বশূন্যতায় হাহাকার এবং শোকে করুণমৃত্যু চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক করে তুলেছে।

৯.৬.৩ কিশোর

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র কিশোর। মালো-পরিবারে জন্ম হলেও স্বভাব বৈশিষ্ট্যে সে অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিশোর আপাদমস্তক রোমান্টিক। সুদূরের আহ্বানে তার কল্পনাবিলাসী মন মালোপাড়াকে ছাড়িয়ে যেতে চায় বারবার।

'প্রবাস খণ্ডে' দেখি, মাঘমন্ডলের ব্রতে চোয়ারি ভাসিয়েছে বালিকা বাসন্তী। তার আকুল প্রার্থনা চৌয়ারি সুবল নয়, কিশোর ধরুক। কিন্তু বন্ধুর জন্য চৌয়ারি ছেড়ে দেয়। প্রবীণ জেলে তিলকচাঁদ ও বাল্যবন্ধু সুবলকে নিয়ে কিশোরের প্রবাসযাত্রার বিবরণ উপন্যাসে রয়েছে, সেখানে কিশোরের শিল্পীমনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। নদীর রূপ দেখতে দেখতে আনন্দে আপ্লুত কিশোর গলা ছেড়ে গান গায়। নৌকা চালানোর সময় তিলক বাঁশের অগ্রভাগ জোরে চালানোর জন্য ধানগাছগুলিতে আঘাত লেগেছিল। তিলক কিশোরকে বাঁশটা আস্তে চালাতে বলেছে যাতে ধানগাছ নষ্ট না হয়। সুবল বাসন্তীর সঙ্গে কিশোরের বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে কিশোর বলেছেন,— "নারে সুবলা, আমার মন যেমন কয়, কথাখান ঠিক না। যারে নেংটা থাইক্যা দেখতাছি—ছোটোকালে যারে কোলে পিঠে লইছি—হাসাইছি, কাঁদাইছি, ডর দেখাইছি, ভেউরা বানাইয়া দিছি—তারে কি বিয়া করন যায়। বিয়া করন যায় তারে যার লগে কোনওকালে দেখা সাক্ষাৎ নাই। দেখা সাক্ষাৎ মুগাচন্ডীর সময়—গীত-জোকারের লগে পিঁড়ির উপর শাড়ীর ঘোমটাতুইল্যা যখন চোখ মেইল্যা চায়—সে হয় সত্যের স্তিরি। আর সগল তো ভইন।"

অজানা-অচেনা নারীর প্রতি আকর্ষণের জন্য কামোন্মত্তা বেদিনীর আপ্যায়নে সাড়া দেয়নি কিশোর। রোমান্টিক কিশোর একসময় তার মনের মানুষকে পেয়ে যায়, যে পরে উপন্যাসে অনন্তের মা নামে পরিচিত হবে। মালাবদল করে বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে ফেরার পথে ডাকাতেরা তার স্ত্রীকে অপহরণ করলে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় কিশোর পাগল হয়ে যায়। এই ঘটনার চার বছর পর 'নয়াবসত' পর্বে কিশোরের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী, তার রোমান্টিক কল্পনার নায়িকা পুত্র অনন্তকে নিয়ে গোকর্ণঘাটে এসে উপস্থিত হয়। কিশোর তখন বদ্ধ উন্মাদ। জনতার নির্মম প্রহারে কিশোর মারা যায়, কিছুদিনের মধ্যে তার 'মনের মানুষে'রও মৃত্যু হয়।

প্রবল রোমান্টিকতা যদি কিশোর-চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে অপরটি হল—স্বগোষ্ঠীর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা। নয়াকান্দা, শুকদেবপুর ভ্রমণকালে কিশোর জেনেছে সেখানকার মালোদের জীবন গোকর্ণঘাটের মালোদের মতো এতটা বিপদসঙ্কুল নয়, কারণ এদের জীবনে জাল ও হাল দু'টিই রয়েছে। জাল গেলেও হাল ওদের বাঁচিয়ে রাখবে। এই দূরদৃষ্টি কিশোর চরিত্রটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আজন্ম রোমান্টিক ও চিরকিশোর এই চরিত্রটি অদ্বৈত-প্রতিভার অসামান্য সৃষ্টি।

৯.৬.৪ উদয়তারা

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল উদয়তারা। কাহিনি অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর চরিত্রটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। অনন্তের মা-র শ্রাদ্ধের শেষে যে নারী অনন্তকে শ্মশানে নিয়ে যায় এবং ভয়ংকর ঝড়-বাদলের দিনে অনন্তকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়, সেই নারীর নাম যে উদয়তারা সেটা পাঠক জানতে পারেন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর।

গোকর্ণঘাটের লবচন্দ্রের বউ এবং সাদকপুরের বনমালীর বোন উদয়তারা প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। গ্রামে 'জামাই ঠকানী' হিসেবে তার সুনাম রয়েছে। কথায় কথায় সে ছড়া কাটে, কথায় কথায় সে শ্লোক বলে। 'জালা' বিয়েতে বর সাজার জন্য ডাক আসে তার। উদয়তারা বাসন্তীও নয়, বাসন্তীর মা'ও নয়। মুখরা হিসাবে মহিলামহলে তার দুর্নাম আছে। প্রচণ্ড ঝড়-বাদলের দিনে উদয়তারা অনন্তকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। ঝড়ের দাপট যত বেড়েছে সেও অধিকতর দাপটের সঙ্গে শ্লোক উচ্চারণ করে ঝড়কে রুখে দিতে চেয়েছে।

উদয়তারা চরিত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য তার ভগ্নী পরিচয়। উপন্যাসের অন্য কোনও নারী চরিত্রের মধ্যে এই পরিচয় পাওয়া যায়নি। লবচন্দ্রকে বিয়ে করে বাপের বাড়ি থেকে ফেরার সময় নিঃসঙ্গ দাদা বনমালীর জন্য তার হৃদয় হাহাকার করছে। তিনশ' টাকা কন্যা দান দিতে না পারার জন্য দাদার মাথায় 'শোলার মটুক' উঠল না, এ দুঃখে কত কাতর হয়েছে সে। দাদার মতো দুই বোন নয়নতারা ও আসমানতারাকেও সে প্রাণাধিক ভালোবাসে। লক্ষণীয় তিন বোন নিঃসন্তান। তেজি, মুখরা, কলহপ্রবণ এই জীবনের সবচেয়ে বড় অতৃপ্তি অপূর্ণতাকে তৃপ্তি ও পূর্ণতা দিতে চেয়েছে সে। অনন্তর উপর একমাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বাসনায় সে এমন হিংস্র হয়ে উঠেছে যে নৌকা বাইয়ের দিন দলবলসহ বাসন্তীকে নির্মমভাবে আক্রমণ করতেও সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। উদয়তারা এমনই। সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-ভালোবাসা সবেতেই বড় বেশি একবগা এবং স্পষ্ট। শ্লোক ও তার মানতি, ছড়া, জালা--- এসব কিছুই নিয়ে যে উদয়তারা সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাসের ভাষায় ছিল, 'এ-উপন্যাসের লোকসংস্কৃতি তথা মৌখিক কৃষ্টিচক্রের মূর্তিমতী প্রতিনিধি', তিতাসের বুকে চর ভেসে ওঠার পর সেসব তার মুখে আর শুনতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে উদয়তারারও অনাহারে মৃত্যু হয়। বাংলা সাহিত্যে এমন নারী চরিত্র সত্যিই দুর্লভ।

৯.৬.৫ অনন্ত

এই চরিত্রটি উপন্যাসে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। শুকদেবপুরে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে তার জন্ম। পিতা কিশোরের কল্পনা প্রবণ মন, সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও প্রকৃতিপ্রেমে মন-মননেও কার্যকর হয়েছে। ফলে মালোর ছেলে হয়েও অনন্ত মালো-সমাজ থেকে দূরে এক স্বতন্ত্র পৃথিবীর বাসিন্দা যেন। ছোটবেলা থেকেই সে জগৎ ও জীবনকে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে। সে যখন নদী দেখেছে, তখন নদীর বালিময় তলদেশে ছোট ছোট মাছ ও মানুষের চলার দাগ অবধি দেখতে পেয়েছে। মায়ের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে টোপর পরা বরকে তার নিষ্ঠুর দৈত্য বলে মনে হয়েছে, যে দলবল নিয়ে এক বালিকা লুঠ

করতে এসেছে। কালোবরণের মেজপুত্রবধূর সন্তান প্রসবের দৃশ্য, শ্যামসুন্দর ব্যাপারির বিবাহের দিন বয়স্ক মহিলাদের অশালীন কথাবার্তা, জনৈকা মহিলার অনন্তকে নিয়ে যৌনগন্ধী রসিকতা –এসব কিছু তার মনের 'অজানা আগল' খুলে দিয়েছে।

উপন্যাসে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অংশে মা'কে নিয়ে অনন্তের যাত্রা শুরু হয়। মা'ই তার জীবনের ভরকেন্দ্র। মা মারা যাওয়ার পর অনন্ত প্রবেশ করে মাসি বাসন্তীর বৃত্তে। একসময় স্বাধীন জীবন যাপনের লক্ষ্যে সে মাসির আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়ে। পরম মুক্তির স্বাদ পায় আনন্দ। 'পথের পাঁচালী'র অপু ও রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাসন্তীর বৃত্তি থেকে বেরিয়ে অনন্ত কিছুকালের জন্য প্রবেশ করে উদয়তারার বৃত্তে। বাসন্তীর মতো উদয়তারাও অনন্তের জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। নবীনগরে অনন্ত পরিচিত হয় অনন্তবালার সঙ্গে। মাসির বাড়ি ছেড়ে আসা সহায় সম্বলহীন অনন্তকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চেয়েছে অনন্তবালা। অনন্তবালাকে ঘিরে অনন্তের রোমান্টিক কল্পনা সুদূরপ্রসারী হয়েছে। অনন্তবালা মনেপ্রাণে কামনা করেছে অনন্তকে, কিন্তু অনন্ত তো ছা'পোষা মালোদের মত জীবনযাপন করতে পারে না। বাইরের কালো কালো অক্ষরের প্রতি দুষ্কর আকর্ষণে অনন্ত সাধক জেনেছে যে শহরে গিয়ে তাকে পড়াশোনা করে মানুষ হতে হবে। অনন্ত চলে যায় শহরে, সেখানে সে জুতো পরা আধুনিক শিক্ষিত যুবক হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনকাহিনির সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা বুঝতে পারব অনন্ত চরিত্রটি অদ্বৈতের প্রতিরূপ।

৯.৬.৬ রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ মালোসমাজের মাতব্বর। রামপ্রসাদ সামাজিক বৈষম্য ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। নিম্নবর্গীয় মালোসমাজে এমন মানুষ সুলভ নয়। রামপ্রসাদ কল্পনাপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল। তাই মাতব্বর হিসাবে সে সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি পায়।

প্রগতিশীল মানসিকতা রামপ্রসাদের চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। সে বিধবাবিবাহ সমর্থন করে। মালো-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে সে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তার বিরুদ্ধে মালোদের খেপিয়ে তুলেছে। মালোদের সুখে দুঃখে যথার্থ মাতব্বরের মতোই পাশে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থ নয়, মাতব্বর হিসাবে গোষ্ঠী স্বার্থকেই সে গুরুত্ব দিয়েছে। জগৎবাবু আর আনন্দবাবু নামে দুই জমিদার নিজের নিজের নামে বাজার বসিয়েছে। সেই বাজারে মালোদের বসানোর বাসনায় দু'জনেই রামপ্রসাদের দারস্থ হয়। জগৎবাবু রামপ্রসাদকে তিনশ' টাকা ঘুষ দিতে চাইলে রামপ্রসাদ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে আনন্দবাবু প্রত্যেক মালোকে পঁচিশ টাকা নগদ আর একটা করে ধুতি দিতে চাইলে রামপ্রসাদ সে প্রস্তাবে রাজি হয়।

মালোদের দাপুটে নেতা রামপ্রসাদ রোমান্টিক মানুষ। কৃষ্ণপক্ষের দশমী বা একাদশীর রাতে পথ হারিয়ে রামপ্রসাদ পৌঁছে যায় মালিনীর বাড়ি, যা এখন এক পোড়োবাড়ি মাত্র। যেখানে পূর্ব স্মৃতি

তাকে কাতর করে। পথ হারিয়ে যে আকার পৌঁছে যায় বাহারুল্লার বাড়ি। মালোদের ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তায় উদ্বেল রামপ্রসাদ বলে,— "জানেন আমার একটা বিশ্বাস। মাটির সাথে সম্বন্ধ ছাড়া মানুষের জীবনের কোন বিশ্বাস নাই, বাহারুল্লা ভাই।"

এই মন্তব্যে রামপ্রসাদের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়। মালোসমাজে ভাঙন দেখা দিলে রামপ্রসাদ মালোদের ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তিতাসের চর ভেসে উঠলে মালোদের নিয়ে চরের অধিকার সাব্যস্থ করতে যায় রামপ্রসাদ। মালোরা তার ডাকে সারা না দিলে সে একাই চর দখল করতে চলে যায়। সেখানে লড়াই করতে করতে তার মৃত্যু ঘটে। রামপ্রসাদের মতো ব্যতিক্রমী চরিত্র পরিকল্পনা অদ্বৈতর ঔপন্যাসিক প্রতিভার সাক্ষর বহন করেছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সংক্ষেপে বাসন্তীর বিদ্রোহিনী সত্তার পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)
৩। রামপ্রসাদ ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে কি? সংক্ষেপে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাসপাড়ের জেলে সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।
- আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ বিদ্যমান। সেজন্য উপন্যাসটি যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস হয়েছে।
- উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে একমাত্র বাসন্তীই প্রথম থেকে শেষ অবধি থেকেছে।
- অনন্ত চরিত্রের মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট।

৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় অধ্যয়ন করে আপনি—

- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনিভাগের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।
- আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে এবং বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

৯.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট,২০১৭); কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা: তুলসীপ্রকাশন
- চট্ট্যোপাধ্যায়, হীরেন (সম্পা) (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেরও; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার(২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (২০০২) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (২০১৪); বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; কলকাতা : দে'জ
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য (২০১৪) প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম কলকাতা : দে'জ
- দাস, অরূপ কুমার (২০০৯) তিতাস স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন সৃজন ও রূপায়ণ; কলকাতা : করুণা প্রকাশনী

✓ ৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: "তিতাস একটি নদীর নাম" গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস। ... অংশের সঙ্গে মূল উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে উত্তর তৈরি করতে হবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৯.৬.১ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: "বাসন্তী বিদ্রোহিনী। ... " -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৯.৬.১ অংশ দ্রষ্টব্য)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: "রামপ্রসাদ মালোসমাজের মাতব্বর। ..." -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৯.৬.৬ অংশ দ্রষ্টব্য)

? ৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় কিনা আলোচনা করুন।

২। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের তিতাস পারের মালোসমাজের যে বর্ণনা রয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৩। নদীর সঙ্গে নদীতীরের মানুষজনের যে নিবিড় সম্পর্ক 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস যেভাবে বর্ণিত তা আলোচনা করুন।

৪। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের বাসন্তী চরিত্র আলোচনা করুন।

৫। ব্যক্তি নয় কৌমর জীবনটাই তিতাস-এর গল্প।" আলোচনা করুন।

৬। "নদী যেমন ছোট ছোট ঢেউ তুলে ঘাট রচনা করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারপর বাঁক নেয়, এই উপন্যাসের প্লটও তেমনই--- এক এক বাঁকে নতুন চরিত্র, নতুন ঘটনা; তবে মূল ধারাটা একই থেকে যায়।" সমালোচকের এই মন্তব্যের আলোকে 'তিতাস একটি নদী নাম' উপন্যাসের গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। "উপন্যাসের হিসেবে বইটির প্রধান দুর্বলতা সমাজ ও পরিবার জীবনের কথা, সাংস্কৃতিক উৎসবাদির কথাকে এক বা একাধিক সূত্রে যুক্ত করা যায়নি।" সমালোচকের এই মন্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

৮। "তিতাস আশ্রিত মালোদের জীবনের ঐতিহাসিক প্রতিনিধিস্বরূপা বাসন্তীই উপন্যাসের নায়িকা।" মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

৯। "প্রেমই চরিত্রটির জীবনরেখার চালিকা। লজ্জাশীল প্রেমিকা রূপে উপন্যাসে তার আগমন সেই প্রেমেরই করুণ পরিণতিতে তার বিদায়।" এই মন্তব্যের আলোকে অনন্তের মা চরিত্রটি আলোচনা করুন।

১০।'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে উদয়তারা চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১১। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কিশোর চরিত্র আলোচনা করুন।

১২। "তার দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপন্যাসে বাস্তব আর পরাবাস্তব যেন অন্তহীন সমান্তরালতার জন্ম দিয়েছে। এর একদিকে আছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম আর অন্যদিকে আছে তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা। অনন্ত এই জীবন সংগ্রামকে দেখেছে অভিজ্ঞতার মধ্যে আর এই অনুভূতি তাও তার নিজস্ব নির্মাণ।" এই মন্তব্যের আলোকে অনন্ত চরিত্র আলোচনা করন।

১৩। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে রামপ্রসাদ চরিত্রের গুরুত্ব বিচার করুন।

*** *** ***